

Avj &fuo|

আহা!

প্রণয়ের মোহনটানে, মরণটানে প্রদীপের একেবাওে কাছে এসে বসেছে মনোহর একটা ছোট্ট পতঙ্গ। ব্রীড়াময়ী, ক্রীড়াময়ী। কতো লক্ষকোটি পতঙ্গ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল শুধু এই সত্যটুকু জানবার জন্য যে, প্রদীপ জ্বলবার জন্য না জ্বালাবার জন্য। আলোর প্রণয়ে মত্ত নেশাগ্রস্ত পতঙ্গের খেয়ালই নেই, চুপিসারে এগিয়ে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদণ্ড। অতি সম্পূর্ণ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে ক্ষুধার্ত একটা টিকটিকি। পোকাটার কাছাকাছি এসে থামল সে। দু'চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীরের মতো বিঁধে আছে পোকাটার গায়ে। একটু সময় নিল টিকটিকিটা। তারপর অতি সম্পূর্ণ এক পা এগিয়ে আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। চকচকে জ্বলন্ত দুটো চোখ যেন পোকাটাকে জ্যান্টগিলে খাচ্ছে- সমস্ত শরীর তার শক্ত হয়ে উঠেছে। ওই পোকাটা ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর সমস্ত কিছু মুছে গেছে তার চেতনা থেকে। খেয়াল নেই, তার নিজেরই লেজটা আঁকিয়ে উঠে গেল ওপরের দিকে। খেয়াল নেই, অতি ধীরে সাপের মতো একটা প্যাঁচ খেলে গেল তার শক্ত লেজের ডগায়। তখনো দু'চোখের তীব্র নিষ্ঠুর দৃষ্টি জুড়ে শুধু ওই পোকাটা। সমস্ত পৃথিবীতে আর কিছু নেই, কিছু নেই।

তারপরেই ছোট্ট মোক্ষম একটা লাফ। নির্ভুল, নির্মম।

এটাই শিখেছি ওই টিকটিকির কাছ থেকে। একাগ্রতা। সঠিক সময়মত মোক্ষম একটা পদক্ষেপ। এই একাগ্রতা নিয়েই তাকিয়োছলাম দিনটার দিকে। ষোলই ডিসেম্বর। বাংলাদেশের গ্রামে-শহরে, রাজনীতির মাঠে, রেডিও টিভি গান নাটকের মধ্যে কি হয়, পত্রিকা ম্যাগাজিনের পাতায় কি থাকে। সে সব থেকেই বিচার বিশেষণ করে বের করে নেব, জাতটা এখন মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে কোথায় আছে, কি ভাবছে। এই বিশেষণের ওপরই নির্ভর করবে আমার পরবর্তী দাবার চাল। একুশে, ছাব্বিশে, আর ষোলই-আমার একাগ্রতার কেন্দ্র- অস্তিত্বের লড়াই।

সেই একান্তর। সেই ষোলই ডিসেম্বর। মনে হলে এখনো অন্ধক্রোধে দু'চোখে আগুন জ্বালে যায় আমার। ছাব্বিশ বছরের পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর ক্রোধ বজ্রাঘাতে ভেঙ্গে পড়তে চায় ছাপানো হাজার বর্গমালের ওপর। সমস্ত জাতির যে ঘৃণা, যে কলঙ্ক আমাকে কলঙ্কিত করেছিল একান্তরে। মনে পড়ে একান্তরের নয়মাসের কথা? নখে দাঁতে মরণপণ লড়াই করেছি তোমাদের বিরুদ্ধে, মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে। আল-বদর, আল-শামস্ আর রাজাকার গড়েছি। হাজারটা জ্বলন্ত গ্রাম, কোটি উদ্বাস্তু, লক্ষ মৃতদেহ, লক্ষ রমণীর আত্মহাহাকারে আরশ কাঁপিয়ে দিয়েছি। বুকফাটা বেদনায় অলখ থেকে আমাদের কর্মকাণ্ড নিশ্চয় দেখেছেন পয়গম্বর (দঃ)। লক্ষ মানুষ খুন করে তাদের চোখ বসন্ত্রিতি করেছি, হাড়িড পর্যন্ত পিষে কিমা করেছি। (শিয়ালবাড়ীতে এবং আলবদরের হেডকোয়ার্টারে)। পরে সে সব কাগজে ছাপাও হয়েছে। হাজার মুক্তিযোদ্ধার হাড়গোড় ভেঙ্গেছি, তুলে দিয়েছি সামরিক বাহিনীর নারকীয় হাতে। লক্ষ লক্ষ লোকের রগ কেটেছি, লক্ষ রমণীর সর্বনাশ করেছি। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের হিসেব মোতাবেক কমপক্ষে বিশ লক্ষ লোক খুন করেছি। তবু পারলাম না। তবু পরাজিত হলাম একান্তরে। সে অপমানের তুলনা আছে? সে কলঙ্কের, সে লজ্জার সান্দ্র আছে? সমস্ত পৃথিবী ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সমস্ত জাতি থুথুর পর থুথু দিয়েছে আমার মুখে। সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পার হয়ে পর্বত-গিরি ডিঙ্গিয়ে অতৈ দীঘির অতল থেকে সোনার কৌটায় লুকোন আমার প্রাণ-ভোমরা মুণ্ডিবদ্ধ করে নিয়ে

এসেছে সুদর্শন রাজপুত্রের মত বাংলার দামাল ছেলেরা। প্রাণভয়ে পলাতক আমি বিশাল দানব থরথর করে কেঁপেছি মাসের পর মাস, অন্ধার অজ্ঞাতবাসে।

তুমি কি ভেবেছ সে লজ্জা, সে অপমান আমি ভুলে গেছি? দেখতে পাও না সাতাশ বছরে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছেছি আমি? হাঃ হাঃ হাঃ। লক্ষ লক্ষ লাশের ওপরে দাঁড়িয়ে যে আমি বঙ্গসম্রাট শাহ আজিজুর রহমান “সবকুছ ঠিক হ্যায়” বলে বক্তৃতা দিয়েছি জাতিসংঘে, সেই আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হইনি? হাত-পা বাঁধা হতভাগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের মাটিতে বসিয়ে পেছনে আর্মির পাশে দাঁড়ানো যে আমার বত্রিশ দাঁতের ছবি তোমাদের অনেকের কাছে আছে, যে আমাকে ষোলই ডিসেম্বরের পর শহরের (জয়পুরহাট) চৌমাথায় বিরাট খাঁচায় বসিয়ে রেখেছিল মুক্তিযোদ্ধারা, সেই আমি আব্দুল আলীম তোমাদের নাকের ডগায় মল্লি হইনি? খবরের কাগজে “এই নরপিশাচকে ধরিয় দিন” শিরোনামে আমার এতবড় ছবি ছাপার পর তোমাদের ধর্মমল্লি হইনি আমি মওলানা মান্নান? তিরিশ লক্ষ লাশ, তিন লক্ষ রমণীর সম্মের ওপর দাঁড়িয়ে “একাত্তরে ভুল করিনি”, “বাহানুর ভাষা আন্দোলন মস্কিডে ভুল” বলিনি আমি? “কতিপয় গান্ধার পাকিস্তানি ভেঙ্গেছে,” বলিনি আমি বায়তুল মোকাররমের খতিব? ইয়াহিয়ার জুতো চেটে এসে বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি হইনি আমি বিচারপতি নুরুল ইসলাম? জাতীয় সংসদের স্পীকার হইনি আমি শামসুল হুদা? শান্ধিকমিটির আমি আব্দুর রহমান বিশ্বাস তোমাদের রাষ্ট্রপতি হইনি? কি করতে পেরেছ তোমরা? আশীর দশকে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে তোমাদের অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের বিরাট মল্লি মিজানুর রহমান কোলাকুলি করেছে আমার সাথে। তোমাদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বদরুল্লাহ হায়দার নির্বাচনের আগে দুরদ্বীপ থেকে আমার দরজায় এসে মাথা পেতে দোয়া নিয়ে গেছে। এইসব নেতাদের নিয়েই কবি লিখেছেন সেই অবিস্মরণীয় লাইনঃ-

“শুক্রকীট ও রাজনীতিকের, মিল বলতো কোন সে দিকের?

কোথায় গরল ভেল?

লক্ষকোটি হন বাবাজী, একটাই হন কাজের কাজী

বাদবাকী সব ফেল।”

- ফতে মোল্লা।

আর, মনে আছে বিভিন্ন কমিটিতে কি সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল? শোন বলছি।

- দু'বছরের জন্য সরকারী উন্নয়ন থেকে বাঙ্গালী সরিয়ে দেয়া।
- বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীদের ওপর ২৪ ঘন্টা নজর রাখা।
- সমস্ত বাংলা সাইনবোর্ড, নম্বর পেট ও নামফলক অপসারণ করা।
- উর্দুকে স্কুলে বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্রভাষা করা।
- রেডিও টিভির অর্ধেক অনুষ্ঠান উর্দুতে করা।
- নজরুল সাহিত্য বাদ দেওয়া।
- মালি মেথর ধোপা জেলে এবং নাপিত ছাড়া সব হিন্দুকে উৎখাত করা এবং বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি দিয়ে রাজাকার ও শান্ধিবাহিনীর খরচ চালানো।
- পাকিস্তানি ও চীনের সৈনিকদের নামে নামকরণ (যেমন শাঁখারীপাড়া হয়েছিল টিক্কা খান রোড, এলিফ্যান্ট রোড হয়েছিল আল-আরাবিয়া রোড)।

আহ্! এসব সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করলে জাতটা কতই না শুদ্ধ হত। দুঃখ! দুঃখ! আর মনে আছে বাহানুরের দশই মার্চ ইত্তেফাকে ছাপা ডায়েরীর কথা? আলবদর ক্যান্সে ইনচার্জ আবদুল বারীর ব্যক্তিগত ডায়েরীতে কি ছিল? শোন তাহলে :

- হায়দার আলী- নাজমুল- ২৫০০ টাকা ।
- ২৯শে সেপ্টেম্বর জব্বারের কাছ থেকে আরো তিন হাজার নেবার পয়সা আছে ।
- ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১- হিন্দু বালিকা ধর্ষণ ।
- ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১- বেশ্যাবাড়ী ।

এরকম, এবং আরো নানারকম শত শত খুনী লন্ট চরিত্রকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছি আমি । রাজা রাজত্ব করেছে, আর রাজার ওপরে রাজত্ব করেছি এই আমি । একটার পর একটা থাপ্পড় মেরেছি একাত্তরের সিংহের গালে । সেই দু'গালে আমার পাঁচ আঙ্গুলের দাগ এখনো রক্তাক্ত হয়ে ফুটে আছে । হাঃ হাঃ হাঃ । সাব্বাশ! আমাকে সাব্বাশ!

মানুষ বিজয় ভোলে, সম্মান ভোলে । যেমন তোমরা ভুলেছ । ষোলই, একুশে আর ছাব্বিশের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিনগুলোকে আচার সর্বস্ব অনুষ্ঠানে পরিণত করেছ । কিন্তু মানুষ পরাজয় ভোলে না, অপমান ভোলে না । যেমন আমি ভুলিনি । রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে জমা করে রেখেছি, জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাসে মনে রেখেছি ষোলই ডিসেম্বর । তোমাদের দলিলে তো অনেক কিছুই আছে । রাজারবাগ পুলিশ লাইনের মহিলা সুইপার রাবেয়া খাতুনের জবানবন্দী মনে আছে ? পুলিশ লাইনের দোতারা তিনতলায় তোমার শত শত বোনকে নিয়ে কি নারকীয় উৎসব চলেছিল সেখানে ? পড়ে না থাকলে যেন ভুলেও পড়ো না । বমি হয়ে যাবে, আহা-নিন্দা হারাম হয়ে যাবে । ধর্ষণ তো কিছুই নয় । বাঙ্গালী ললনার দুই পা দু'দিকে টেনে চড় চড় করে শরীর ছিঁড়ে ফেলা দিয়ে তার গুঁড় দীর্ঘ ৯মাসের ছবির পর রক্তাক্ত ছবি । স্বয়ং শয়তানও হতভম্ব হয়ে যাবে সেসব ছবির সামনে । অথচ তোমাদের উপরে তোমাদেরই শত শত মা-বোনদের সেই কষ্ট, সেই আত্মনাদের কোন প্রভাব নেই আজ । হাঃ হাঃ হাঃ ।

তোমাদের কবি-লেখকরাও টেঁচামেচি কম করেনি । মহিলা মিলনায়তনের নাটকে যখন নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিস্মারক ত্যাগ করে দিলে, যখন তার দেবর তার ওপরে ক্ষেপে ওঠে, তখন সে চিৎকার করে বলে- তোরা রাজাকারকে মর্শি করতে পারিস, আর আমি বিয়ে করতে পারি না? প্রচুর কবিতা লেখা হয়েছে- 'বাতাসে লাশের গন্ধ পাই', 'আহা যদি রাজাকার হতাম', কিংবা 'একটি মোনাজাতের খসড়া' । সেসব কবিতা পুড়িয়ে এখন মায়েরা বাতাসের দুধ গরম করে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গণহত্যাকারীরা এখনো ইঁদুরের মতো পালিয়ে বেড়ায় । ধরা পড়ে মৃত্যুদণ্ড পায় খুনী ক্লস বারবি, আইকম্যান-এরদল । আর বাংলাদেশে আমরা পতাকা ওড়ানো গাড়ীতে সংসদে গিয়ে বসি । ওদিকে পিষে যায় অনাহার-ক্লিষ্ট বীরপ্রতীক তারামন বিবি, হাড়পাঁজর বের করে টাঙ্গাইলে রিকশা চালায় একাত্তরের হিরো বীরপ্রতীক জাহাজমারা হাবিব । হাঃ হাঃ হাঃ ।

আমি আবার আসব । আটষটি হাজার গ্রামে আটষটি হাজার উপাসনালয় হবে আমার মগজ-ধোলাই কেন্দ্র । ইতিহাস থেকে, দলিল থেকে মুছে দেব আমার পরাজয় । নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জানবে না শোষিত নির্যাতিত একটা জাতির বিদ্রোহে বিপদে ফেটে পড়ার কাহিনী, রূপকথার রাক্ষসের বিরুদ্ধে ছোট রাজপুত্রের বিজয়ের কাহিনী । জানবে না মানবের তরে মাটির পৃথিবী, দানবের তরে নয় । তারা জানবে, একদা শেখ মুজিবুর রহমান নামক জনৈক কুলাঙ্গারের প্ররোচনায় কতিপয় দুষ্কৃতিকারী ইসলামের ক্ষতি করিতে চাহিয়াছিল । তাহারা সমস্ত উৎপাটিত হইয়াছে ।

শুনতে পাচ্ছি আমার পায়ের আওয়াজ ? আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়িটির তীরে, এই বাংলায় । মস্তক কবি বলে গেছেন । কি যেন কবির নামটা ? ও, জীবনানন্দ দাশ ।

আহ্, ব্যাটার নাম আবার দাশ টাশ হতে গেল কেন? কোন রহমান বা আব্দুল হতে পারল না ? যাহোক, যা বলছিলাম। সমস্জাতির ঘৃণার থুথু মুখে মেখে করেছিলাম একাত্তরে। আজ সাতাশ বছরে সিন্দবাদের বুড়ো রাক্ষসের মতো জাতির ঘাড়ে হুঁচকমর্ষ লাগিয়ে সেঁটে বসেছি। কল্পনা করতে পারে পৃথিবীর কোন রাজনীতিক ? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘড়েল রাজনীতিক কাউন্ট ভন বিসমার্ককে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কূটনীতির ঘুঘু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্সকে, রাঘব বোয়াল উইনষ্টন চার্চিলকে আমি পাঠশালার ছাত্রের মতো পাছায় বেত মেরে দশ বছর রাজনীতি শেখাতে পারি। সিম্ফিন যুদ্ধে জুলফিকার তরওয়ালের চালক হযরত আলী (রাঃ) পরাজিত করেছিলেন এজিদের বাবা সাহাবী মাবিয়াকে। সেই সামরিক বিজয়কে কূটনীতির আলোচনার টেবিলে পরাজয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন কোন সে অবিশ্বাস্য কূটনীতিক ? হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকে দিনে দিনে কোণঠাসা করে পরিণামে মাবিয়াকে খলিফা বানিয়েছিলেন সেই অলৌকিক দাবাড়ু, সেই সাহাবী আমার বিন আ'স আমার মহাশুর (আশারা মোবাশশরা, মাওলানা গরীবুলাহ্ ইসলামাবাদী এবং অন্যান্য বই)। শত নয়, হাজার সাহাবীর, হাজার নয়, লক্ষ মুসলমানের খুনী, কামানের গোলায় কাবা শরীফের দেয়াল ভাঙ্গা লোক, কাবা শরীফের কাপড়ের চাদরে আগুন ধরানো “সাহাবী” হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আমার নেতা। (মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ)।

তাদেরই ভাবশিষ্য, গুরম্মারা চ্যালা, ঘোর কলিকালের আমি উম্মাদ খেলোয়াড়। ভানুমতির নির্ভুল যাদুকর, উল্টাপুরাণের সুদক্ষ নায়ক, কলির আল্-ভোঁদড়, এই আমি। আমি আবার আসিব ফিরে। পারো তো ঠেকাও। ঠেকাও আমাকে একাত্তরের সিংহপুঞ্জবের দল !!!

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।

ফতেমোলা।

(১৯৯৭ সালে লিখিত)